# শঙ্খনাদ

করোনা ভাইরাস :
এক ভয়ঙ্কর
প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র
— পৃঃ ৪

১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা ।। ৭ এপ্রিল, ২০২০।। দাম : পাঁচ টাকা

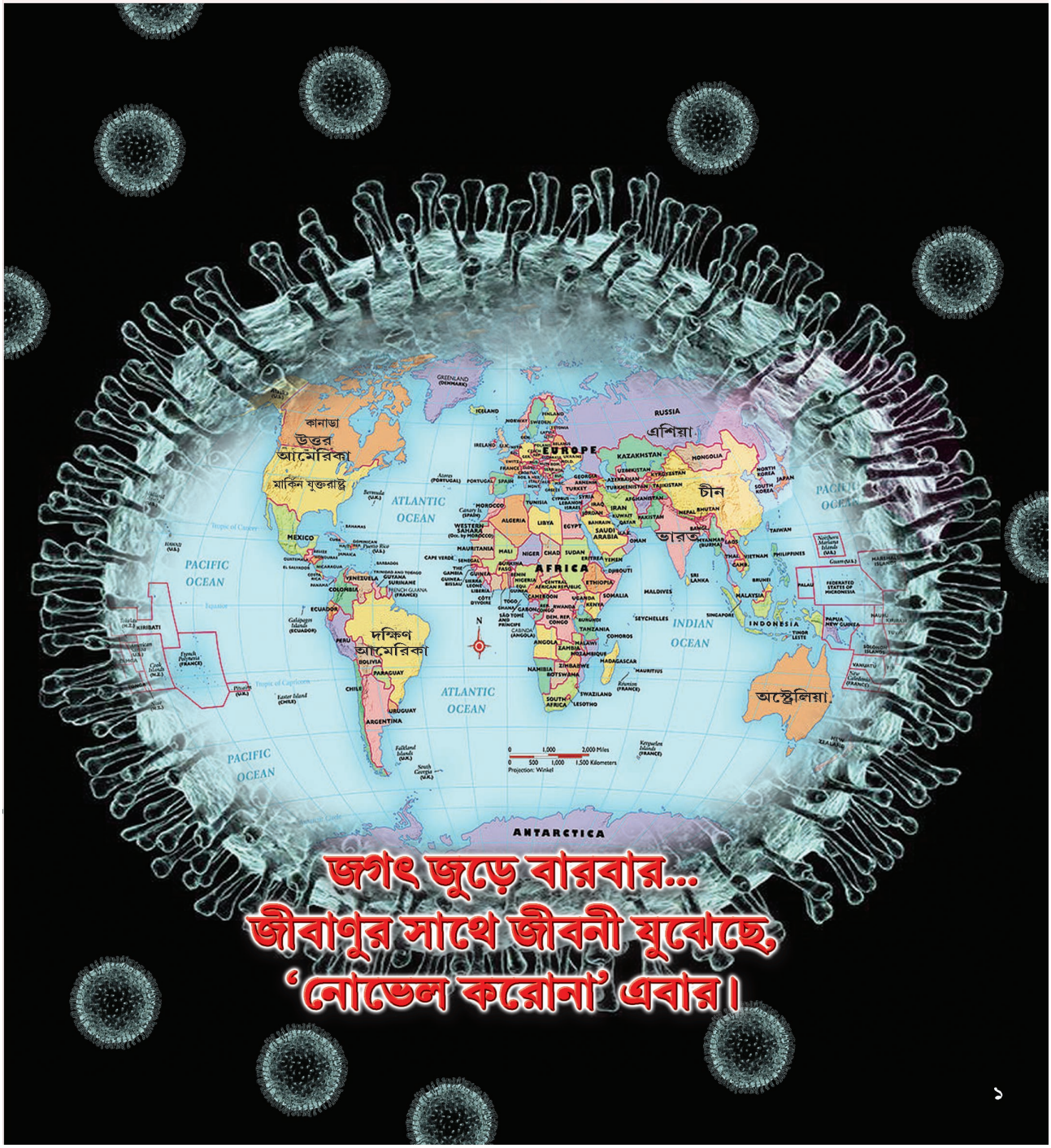


## জগৎ জুড়ে বারবার...
## জীবাণুর সাথে জীবনী যুঝেছে,
## 'নোভেল করোনা' এবার।

# প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণে ৯টি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

১- প্রতিটি ভারতবাসীকে সজাগ থাকতে হবে। খুব দরকার না থাকলে বাড়ির বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।

২- ৬০ বছরের বেশি মানুষেরা বাড়িতে থাকুন।

৩ - রবিবার, ২২শে মার্চ ২০২০ সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত জনতা কারফিউ যথাযথভাবে পালন করুন।

৪- ২২শে মার্চ, ২০২০ জনতা কারফিউয়ের দিন, ভারতকে সুস্থ রাখতে যারা অবিরাম কাজ করে চলেছেন (যেমন চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকস, পৌরসভার কর্মী, সশস্ত্র বাহিনী, বিমানবন্দর কর্মী) তাদের প্রতি বাড়িতে বসেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

5- রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। যদি কোনও অপারেশন স্থগিত করা যায় তবে দয়া করে এটি করুন।

6- অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে কোভিড -১৯ অর্থনৈতিক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

7- সাপোর্ট স্টাফ, ড্রাইভার, মালি যারা আপনার বাড়িতে কাজ করছেন তাদের মজুরি এই সময় কাটাবেন না।

৮- আতঙ্কিত হবেন না। ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য এবং রেশন সরবরাহ রয়েছে।

৯- গুজব থেকে দূরে থাকুন।

# শঙ্খনাদ

*বাংলা সংবাদ মাসিক*
**১০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ৭ এপ্রিল -২০২০,**
**শকাব্দ - ১৯৪০**
**চৈত্র - বৈশাখ- ১৪২৬-২৭, যুগাব্দ - ৫১২১**
**মূল্য : ৫.০০ টাকা**

উপদেষ্টা : **ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য**
সম্পাদক : **সুব্রত চট্টোপাধ্যায়**
সহ-সম্পাদক : **দীপক গাঙ্গুলী**

প্রচ্ছদ : **অজিত ভকত**
কার্যালয় :
**শঙ্খনাদ**
**'ত্রিবেণী কমপ্লেক্স', ফ্ল্যাট - এফ -১**
**৩৬-এ, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা - ৬**

**সম্পাদকীয় বিভাগ** - ৯৭৪৮৭২৭৪০৬
e-mail : sankhanad@gmail.com
Website : www.sankhanad.in



## শঙ্খনাদের বার্ষিক গ্রাহক হতে গেলে

বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০.০০ টাকা (সডাক)।
টাকা মানিঅর্ডার যোগে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, পিনকোড ও ফোন নম্বরসহ স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। — সম্পাদক


## সম্পাদকীয়

# বিশ্ব মহামারীতে উজ্জ্বল ভারত

ভাইরাস আতঙ্কে শঙ্কিত বিশ্ব। এবারের ভাইরাসের নাম 'করোনা'। উৎপত্তিস্থল চীন।

তথ্যসূত্র অনুযায়ী, চীনের উহান ইন্সটিটিউটে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়ই এই বিপত্তি ঘটে। চীনেই প্রথম চোটে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান, আক্রান্ত লক্ষাধিক। এরপর বিশ্বের অন্যান্য দেশে এর প্রভাব বা সংক্রামক দেখা দিয়েছে।

ইতালি, স্পেন সহ ইউরোপের একাধিক দেশ তো জরুরি অবস্থা জারি করেছে। ভাইরাস আক্রমণে এপর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছেই, তার চাইতে অনেক বেশি আর্থ-সামাজিক ক্ষতি হয়েছে শঙ্কা বা প্রতিরোধমূলক পর্যায়ে। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রপ্রধানকে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। সব মিলিয়ে তটস্থ বিশ্ব।

এই সংকটময় অবস্থায় ভারতের ভূমিকা বিশ্বের কাছে সমাদৃত। প্রধানমন্ত্রীর নমস্কার দাওয়াই, উদ্যোগী সার্ক, জি-২০ সম্মেলন নজর কেড়েছে। এমনকি গত ছয়-সাত বছর ধরে ভারত তথা কেন্দ্র সরকার স্বচ্ছ ভারত নিয়ে নিরন্তর যে প্রচার এবং পদক্ষেপ চালিয়েছে তা এই সংকটময় মুহূর্তে যে অনেকটাই আগাম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করেছে তাও বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশগুলি একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। একই সঙ্গে শরীরের প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় জীবনযাত্রায় যে সব টোটকা যেমন নিম, হলুদ, গুলঞ্চ ইত্যাদি সেবন, যোগ প্রাণায়াম, আয়ুর্বেদিক, উষ্ণ তরল এই সংকটময় সময়ে অত্যন্ত উপযোগী হিসাবে গণ্য হয়েছে।

সামগ্রিক পরিস্থিতিতে তাই যে বিষয়টি আমাদের আত্মবিশ্বাসী, গর্বিত করে তোলে তা পর্তুগালের প্রেসিডেন্টর ভাষায়, আধুনিক বিশ্বের বহু সমস্যার সমাধানে ভারতের পরম্পরাগত সংস্কৃতি বড় ভূমিকায় ভারতকে বিশ্বমঞ্চে উপনীত করছে। সম্প্রতি ভারত সফরে এসে তিনি এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন।

প্রাসঙ্গিকী

# করোনা ভাইরাস
# এক ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী মারণাস্ত্র

**সরোজ চক্রবর্তী**

বিশ্বব্যাপী মহামারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' এভাবেই চিহ্নিত করেছে করোনো ভাইরাসকে। একের পর এক মহাদেশ সংক্রামিত এই ভাইরাল ফ্লুতে। আক্রান্ত প্রায় পনের লক্ষ ছাড়িয়েছে। মৃত্যুও প্রায় এক লক্ষ। আর তার মধ্যেই করোনা নিয়ে চাপান-উতোর শুরু হয়েছে আমেরিকা ও চীনের মধ্যে।

এক মার্কিন সংবাদপত্র দাবি করেছে, উহানে জৈব রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির জন্য ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করছিল চীন। দুর্ঘটনাবশত সেখান থেকেই নাকি ছড়িয়ে পড়েছে এই মহামারী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, এর শুরু চীনেই। আর মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পাম্পেও একে আখ্যা দেন 'উহান ভাইরাস' বলে। যেহেতু চীনের উহান থেকে এর সূত্রপাত, তাই করোনা ভাইরাসের নাম 'উহান ভাইরাস' বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার মতো সম্ভাবনা তৈরি হতেই খোলস ছেড়ে বেরুতে শুরু করেছে চীন। চীনের বিদেশ মন্ত্রকের এক আধিকারিক দাবি করেছেন, মার্কিন সেনারাই উহান শহরে এই ভারাস ঘটিত মহামারী নিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে একটি ভিডিও ক্লিপিংও ট্যুইটারে পোস্ট করেছেন তিনি। যাতে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সেন্টার, যার ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যাণ্ড প্রিভেনশনের ডিরেক্টর রবার্ট রেডফিল্ড বলেছেন, আমেরিকায় ফ্লুয়ের কারণে কয়েকজন ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন, পরে তাদের মৃতদেহে 'কোভিড-১৯'-এর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। এনিয়ে ট্যুইটারে একটি ওয়েবসাইটের করা খবরের লিঙ্কও পোস্ট করেছেন চীনা বিদেশ মন্ত্রকের অন্যতম মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান। ওয়েবসাইটটি ৯/১১ হামলা নিয়ে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব প্রকাশের জন্য বিখ্যাত।

বাস্তবে এই দাবি কতটা ঠিক? এই প্রশ্নই আপাতত ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্বজুড়ে। কিন্তু ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'The Eyes of Darkness' নামক গ্রন্থে লেখক Dean Koontz করোনা ভাইরাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে করোনা ভাইরাসের নাম 'বুহান-৪০০' ভাইরাস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইটিতে লেখা রয়েছে করোনা ভাইরাস বুহান এলাকার একটি ল্যাবরেটরিতে গোপনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে চীন এটা সে দেশের গরীব জনগণকে হত্যা করার জন্য ব্যবহার করবে। করোনোর কারণে চীনের বহু দরিদ্র মানুষ মারা যাবে। যার ফলে চীন দেশ থেকে গরিবী হটানো সম্ভব হবে এবং চীন বিশ্ব দরবারে নিজেকে সুপার পাওয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই পুস্তকে আরও লেখা হয়েছে, ভবিষ্যতে চীন এই ভাইরাসকে 'বায়োলজিক্যাল মারণাস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করবে। এ গ্রন্থের ৩৫৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে— "a Chinese scientist named Li Chen defected to the United States carrying a diskette record of China's most important and dangerous new biological weapon in a decade. They call the stuff 'Wuhan-400' because it was developed at their RDNA labs outside of the city of Wuhan and it was the four-hundredth viable strain of man made micro

**করোনা ভাইরাসে চীনে ঠিক কতজন মারা গিয়েছে তার সঠিক তথ্য জানা যাচ্ছে না। আমেরিকার সঙ্গে এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পারদ চড়লে এই প্রশ্ন ধীরে ধীরে পিছনের সারিতে চলে যাবে এবং করোনা ভাইরাসের আসল রহস্য ও তথ্য থেকে যাবে গোপনেই।**

organisms created at that research centre.

'Wuhan-400' is a perfect weapon. It afflicts only human being. No other living creature can carry if. ..... The Chinese could use Wuhan - 400 to wipe out a city or a country and then there wouldnot be any need for them to conduct a tricky and expensive decontamination before they moved in and took over the conquered territory. ..... and Wuhan-400 has other, equally important advantages over most biological agents" (The Eyes of Darkness, Page- 353)।

**চীন এই বিষয়ে গবেষণা করছে এটি জানাজানি হলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে তাকে। তাই করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিস্ফোরক অভিযোগ ও সমস্যার কেন্দ্র থেকে নজর ঘোরাতেই চীন নানারকম মন্তব্য করছে।**

এদিকে প্রাণঘাতী নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে উঠে এসেছে নানা বিস্ফোরক তথ্য। এক মার্কিন অধ্যাপক জানিয়েছেন, কানাডার ল্যাবরেটরি থেকে ভাইরাস চুরি করে তার জিনের বদল ঘটিয়েছে উহান। আর তাতেই ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ও রাসায়নিক মারণাস্ত্র হয়ে উঠেছে নোভেল করোনা। সাধারণ করোনার থেকে এর বিষ অনেক বেশি। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড এই করোনা ভাইরাসের জন্মদাতা উহানের বায়োসেফটি ল্যাবরেটরি লেভেল ফোর। শক্তিশালী রায়াসনিক মারণাস্ত্র করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে উহানের ল্যাব থেকেই। আর এই তথ্য আগে থেকেই জানত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। আন্তর্জাতিক একটি সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছেন মার্কিন আইনজীবী তথা রাসায়নিক মারণাস্ত্র বিরোধী সংগঠনের অন্যতম সদস্য ড. ফ্রান্সিস বয়েল।

নোভেল করোনা ভাইরাস যে নিছকই কোনো ভাইরাসের সংক্রমণ নয়, সে বিষয়ে আগেও মুখ খুলেছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েস কলেজের আইনের অধ্যাপক ড. ফ্রান্সিস বয়েল। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৮৯ সালে 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপনস্ অ্যান্টি টেরোরিজম অ্যাক্ট' বিল পাশ হয়। নোভেল করোনা ভাইরাস যে রাসায়নিক মারণাস্ত্র, তা নিশ্চিত করেছেন মার্কিন সেনেটর টম কটন সহ আরও অনেক বিজ্ঞানী ও গবেষক। তাঁদের দাবি, চীন জীবাণু যুদ্ধের জন্য বানাচ্ছিল ওই ভাইরাস। ইজরায়েলি সেনা গোয়েন্দা দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান লেফটেন্যান্ট ড্যানি সোহাম বলেছিলেন, 'বায়ো ওয়্যার ফেয়ার'-এর জন্য তৈরি হচ্ছে চীন। জিনের কারসাজিতে এমন ভাইরাস তৈরি করা হচ্ছে যার প্রভাব হবে ভয়ঙ্কর। প্রতিরোধের আগেই মহামারীর চেহারা নেবে এই সব ভাইরাসের সংক্রমণ। যে দেশের উপর আঘাত হানা হবে, সেখানে মৃত্যুর মিছিল শুরু হয়ে যাবে।

এদিকে ২০১৫ সালে 'রেডিও ফ্রি এশিয়া' তাদের এক রিপোর্টে দাবি করেছিল, উহান ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজিতে ভয়ঙ্কর ও প্রাণঘাতী সব ভাইরাস নিয়ে কাজ করছেন গবেষকরা। এর অর্থ জৈব রাসায়নিক মারণাস্ত্রের দিকে ক্রমশ ঝুঁকছে বেজিং। চীনা প্রেসিডেন্ট পি জিনপিং এই বিষয়টি লুকোতে চাইছেন। কারণ, আন্তর্জাতিক আইনে জীবাণুযুদ্ধ নিষিদ্ধ। চীন এই বিষয়ে গবেষণা করছে এটি জানাজানি হলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। তাই করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত বিস্ফোরক অভিযোগ ও সমস্যার কেন্দ্র থেকে নজর ঘোরাতেই চীন নানা মন্তব্য করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানোয় বেজিং প্রশাসন বিদেশ মন্ত্রকের ওই মুখপাত্র অর্থাৎ ঝাও লিজিয়ানের থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে। প্রকাশ্যে দাবি করছে, এমন কোনো মন্তব্যের চীনা সরকার সিলমোহর দেয় না। তবে বিশেষজ্ঞ মহল বলছে, এই মন্তব্য বা চাপান উতোর নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হলে আসল সমস্যা দূরে সরে যাবে। চীনও নিজেকে অনেকটাই গুছিয়ে নিতে পারবে।

এমনিতেই কথা উঠছে, করোনা ভাইরাসে চীনে ঠিক কতজন মারা গিয়েছে তার সঠিক তথ্য জানা যাচ্ছে না। আমেরিকার সঙ্গে এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পারদ চড়লে এই প্রশ্ন ধীরে ধীরে পিছনের সারিতে চলে যাবে এবং করোনা ভাইরাসের আসল রহস্য ও তথ্য থেকে যাবে গোপনেই।

প্রাসঙ্গিকী

# বিশ্বে আতঙ্কের নাম ‘করোনা’

**শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী**

করোনো ভাইরাস বিশ্বে প্রচণ্ড আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’ করোনাকে বিশ্বজোড়া মহামারী আখ্যা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক করোনা ভাইরাসের প্রকোপকে বিপর্যয়ের আখ্যা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী, এপর্যন্ত দুশোর বেশি দেশে এই ভাইরাস ছড়িয়েছে। আক্রান্ত প্রায় পনের লক্ষেরও বেশি। হলিউড তারকা টম হ্যাঙ্কস ও তাঁর স্ত্রী অস্ট্রেলিয়া গিয়ে আক্রান্ত। ব্রিটেনের চার্লস, প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাদিন ডেরিসও আক্রান্ত হয়েছেন। সেই তালিকায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর স্ত্রী সোফি গ্রেগয়ের ট্রুডোও। তথ্য বিশ্লেষণে মানতেই হবে এর ভয়াবহতা। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু একে আন্তর্জাতিক মহামারী ঘোষণা করেছে। নিঃসন্দেহে এটা ভাবার বিষয়।

২০০৩ সালে এমনই এক ভাইরাস ‘সার্স আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। ২৬টি দেশে ছড়ায় এই রোগ। মারা যান ১০ শতাংশ রোগী। ২০০৯ সালে এলো ‘সোয়াইন ফ্লু’। আক্রান্ত ৫৭ মিলিয়ন (৫.৭ কোটি)। মৃত ৪-৫ শতাংশ। ২০১৪ সালের বহু আলোচিত ভাইরাস ‘ইবোলা’য় আক্রান্ত হন ১১,৩১০ জন মানুষ। মৃতের হার ২৫ শতাংশ। এবার ২০২০, করোনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর হার হু-হু করে বেড়েই চলেছে।

এই করোনা ভাইরাস হাওয়ার মাধ্যমে ছড়ায় না। ছড়ায় কোনো সংক্রামিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকে যেসব ক্ষুদ্রাকার ফোঁটা নির্গত হয় তা থেকে। আপনি নিজের মুখ চোখ বা নাকে হাত দেবার আগে যদি কোনো সংক্রামিত স্থান স্পর্শ করে থাকেন তাহলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ওই ফোঁটাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে মানেই ভাইরাস আর কার্যক্ষম নেই, এমনটা কিন্তু নয়। ফলে সংক্রমণ আটকাতে সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেণ্ড ধরে হাত ধোয়ার কথা বলা হচ্ছে। কারণ প্রায় সব ভাইরাসই তৈরি হয় প্রোটিন, আর এন এ ও লিপিড দিয়ে। ভাইরাসের শরীরের প্রোটিন অতি গুরুত্বপূর্ণ। যা তার নিজের শরীরের প্রতিলিপি তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে লিপিড ভাইরাসের বাইরে আস্তরণ তৈরি করে। কোনো শরীরের কোষে প্রবেশের সময়ে বা ছড়িয়ে পড়বার সময়ে এই আস্তরণ ভাইরাসকে সুরক্ষা কবচ দেয়। আর এন এ, প্রোটিন ও লিপিডের যোগে ভাইরাস তৈরি হয়। এই কাঠামো সাধারণভাবে ভাঙা কঠিন। কিন্তু জল ও সাবানের ব্যবহারে ওই ভাইরাস ভেঙে পড়ে, যার ফলে তা ত্বক থেকে মুক্ত হয়ে গিয়ে ধুয়ে যায়।

**করোনা ভাইরাস হাওয়ার মাধ্যমে ছড়ায় না। ছড়ায় কোনো সংক্রামিত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকে যেসব ক্ষুদ্রাকার ফোঁটা নির্গত হয় তা থেকে। আপনি নিজের মুখ চোখ বা নাকে হাত দেবার আগে যদি কোনো সংক্রামিত স্থান স্পর্শ করে থাকেন তাহলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।**

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভাইরাসের জন্য ত্বক হল একেবারে আদর্শ জায়গা। ত্বক যেহেতু অপেক্ষাকৃত অমসৃণ তল যাতে বহু খাঁজ রয়েছে, সে কারণে ওই তল থেকে ভাইরাস বিমুক্ত করতে অন্তত ২০ সেকেণ্ড ধরে ধোয়া জরুরি। চিকিৎসকরা সর্বত্র বারবার বলছেন, আতঙ্কের কিছু নেই। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে নিশ্চয়ই। করোনার মোকাবিলায় সর্বাধিক যে সতর্কতার প্রয়োজন, সেটি হল যথাসম্ভব ঘরের মধ্যে থাকা এবং মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। এই অবস্থায় মাস্ক ও স্যানিটাইজার নিয়ে দেশ জুড়ে কালোবাজারি শুরু হয়েছে। এই কালোবাজারি প্রতিরোধ করতে

মাস্ক ও স্যানিটাইজারকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে মহামারীর আতঙ্ক সৃষ্টি করার পর সবথেকে বেশি যা ধাক্কা খেয়েছে তা হল, অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক লেনদেন একপ্রকার স্তব্ধ। পর্যটন থেকে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সবই বন্ধ। তারই পরিণামে আন্তর্জাতিক বাজারে লাগাতার পেট্রপণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে। প্রায় সর্বত্রই শেয়ার বাজারে ধস নেমেছে। পাশাপাশি করোনা আতঙ্কে সোনা-রুপোর দামও পড়তির দিকে।

করোনার জেরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা নির্দেশিকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিম, মিউজিয়াম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সুইমিং পুল, থিয়েটার হল, বন্ধ। ধর্মীয় স্থানে জমায়েত নিয়ন্ত্রণে ধর্মগুরুদের অনুরোধ করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের জেরে পুরভোট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের রাজ্যে। বিভিন্ন ম্যাচও বাতিল করা হয়েছে।

করোনো ভাইরাস নিয়ে গোটা বিশ্ব যখন আতঙ্কিত তখন নতুন করে আলোচনা উঠে এসেছে অতীতে ঘটে যাওয়া মহামারী ও তাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাবের কথা। এ প্রসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১০০ বছর অন্তর বিশ্বে একটি করে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং সংক্রমণের জেরে মহামারী আকার নিয়েছে। যেমন ১৭২০ সালে ইউরোপের সংক্রামক আকার ধারণ করেছিল প্লেগ। গোটা বিশ্বে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ২০ কোটি মানুষ। এর পর ১৮২০ সালে হাজির হয়েছিল কলেরা। ১৯২০ সালে আসে স্প্যানিশ ফ্লু। এবার ২০২০ সালে এসেছে করোনা ভাইরাস। করোনাকে রুখতে সার্কভুক্ত দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সার্কগোষ্ঠীভুক্ত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে কোভিড-১৯ জরুরি তহবিল গড়ারও প্রস্তাব দিয়েছেন মোদী। সার্কভুক্ত দেশগুলির থেকেই আর্থিক সাহায্য নিয়ে এই তহবিল গড়ার কথা বলেছেন তিনি। ভারতের তরফে প্রাথমিক ভাবে ১ কোটি মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন মোদি। একযোগে করোনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ভারতের মন্ত্র হল আতঙ্ক নয়, প্রস্তুতি। পাশাপাশি সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

# করোনা সংকটে ভারতের ভূমিকাকে সদর্থকভাবে উজ্জ্বল করলেন প্রধানমন্ত্রী

**বি স কে, কলকাতা।। করোনা মহামারি রুখতে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সামনে রীতিমত দাপুটে ভূমিকা নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যাবতীয় তর্ক-বিতর্ক দূরে রেখে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে সার্বিক সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। দেশেও তড়িঘড়ি সমস্ত ধরনের পদক্ষেপে তিনি বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির প্রশংসা পেয়েছেন।**

**ভিডিও কনফারেন্সে মোদী বলেন, আর্থিক থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীও সহযোগিতার জন্য তিনি আন্তরিক প্রয়াসী। দেশের মধ্যেও তিনি আন্তর্জাতিক বাজারে পড়ে যাওয়া তেলের দামের উপর সামান্য কর বসিয়ে তিনি এক বড় ধরনের আর্থিক যোগানের সংস্থান করেছেন যা অর্থনীতিবিদদের প্রশংসার বিষয় হয়েছে।**

**বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোদীকে এই ধরনের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদের পাশাপাশি চীনের উহানে আটকে থাকা ২৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে উদ্ধার করে আনার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।**

**সার্ক বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধির কাশ্মীর নিয়ে জলঘোলার প্রয়াসকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়াও বিশ্বের সামনে মোদীর সদিচ্ছার প্রমাণ ফুটিয়ে তুলেছে। সবমিলিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের সামনে ভারতের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করলেন মোদী।**

প্রাসঙ্গিকী

# ভারত-বাংলাদেশ জলসীমান্ত ও ভয়ঙ্কর সুন্দর সুন্দরবন

**দীপক কুমার চক্রবর্তী**

সুন্দরবন বলতে এপার-ওপার দুই বাংলারই বনাঞ্চলকে বোঝায়। বর্তমানে দু-দেশের বনাঞ্চল ভাগাভাগি হলেও দুপারেরই সুন্দরবনের চেহারা ও চরিত্র এক। রায়মঙ্গল, বিদ্যাধরী, মাতলা, হেরগঙ্গা, ইছামতি, ঠাকুরান, গোসাবা, বারাতলা প্রভৃতি নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতীয় সুন্দরবন অংশে মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২টি। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপেই রয়েছে মানুষের বাস। বাকি ৪৮টি বনময় দ্বীপ সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চল। কোনো মানুষ এই দ্বীপগুলিতে বসবাস করে না।

সুন্দরবন সংলগ্ন এক বিশাল জলসীমান্ত (ভারত-বাংলাদেশ) কার্যত অরক্ষিত হয়ে রয়েছে। দুই ২৪ পরগণা সংলগ্ন জলসীমান্ত, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার জলপথ পাহারা দেওয়ার মতো সেরকম কোনো পরিকাঠামোই নেই বি এস এফের। নদী সীমান্তের উপর নামকাওয়াস্তে যে কয়েকটি ভাসমান বি ও পি (বোটিং আউটপোস্ট) রয়েছে তা আদৌ যথেষ্ট নয়। এই বি ও পি-গুলিতে জওয়ানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। রাতের দিকে এগুলির কার্যত কোনো ভূমিকাই থাকে না। উপকূল রক্ষী বাহিনীর অবস্থাও তথৈবচ। জলসীমান্ত সুরক্ষার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই সুন্দরবন অঞ্চলে বাংলাদেশি দুষ্কৃতিদের অবাধ আনাগোনা চলছে। জলদস্যুদের পাশাপাশি আই এস আই মদতপুষ্ট জঙ্গিরাও অবাধে ঢুকতে পারছে এরাজ্যে। সূত্রের খবর অনুসারে, ইতিমধ্যে এই অরক্ষিত বনাঞ্চল ও জলপথের সুযোগ নিয়ে পাক জঙ্গিরা এবং জে এম বি-র কিছু সদস্য কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে দেশের অন্য প্রান্তে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। একইভাবে ট্রলার ভর্তি হয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদও এসেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ বরাবর বাংলাদেশের স্থলসীমান্তে বি এস এফের নজরদারি তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় অনুপ্রবেশকারীরা সুন্দবনের এই বনাঞ্চল ও জলপথকে অনেক নিরাপদ মনে করছে। জলসীমান্তের পাশাপাশি সুন্দরবন্দের বিশাল বনাঞ্চলের সুবিধাও পাচ্ছে তারা। সবমিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটা বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অরক্ষিত সুন্দরবনের জলসীমান্ত।

গোটা এলাকায় জালের মতো ছড়িয়ে নদী, নালা, খাঁড়ি। কোনোটিতে নজরদারির দায়িত্ব মেরিন পুলিশের, কোনো এলাকা বি এস এফের অধীন, কিছু এলাকা আবার বন দফতরের এক্তিয়ারে পড়ে। একে ভৌগোলিক জটিলতা, তার উপর পাহারার জন্য আলাদা আলাদা বাহিনী। তাল সামলানো রীতিমতো কঠিন।

**সুন্দরবন ও জলসীমা, সাগরসীমা মিলিয়ে গোয়েন্দা সমন্বয় গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন এই মুহূর্তে। যেমন প্রয়োজন সুন্দরবনের পুরো এলাকাটা নিয়ে একটা সুসংহত মানচিত্রের। তাহলে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করা অনেক সহজসাধ্য হবে।**

২০০৮ সালে মুম্বাইতে হামলার সময় মাছধরা নৌকায় চেপে সমুদ্রপথে পাক জঙ্গি আজমল কাসভ ও তার সঙ্গীরা ঢুকেছিল। সেই ঘটনার পর থেকে সমুদ্র নিরাপত্তার তথা জলসীমান্তের গোটা নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় ভারতীয় নৌসেনার হাতে। এর পরেই উপকূলীয় নিরাপত্তায় বাড়তি জোর দেওয়া হয়। উপকূল রক্ষী বাহিনীকে নোডাল এজেন্সী হিসাবে চিহ্নিত করে রাজ্যপুলিশ, নৌসেনা, বি এস এফ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা (আই বি) সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীকে নিয়ে সমন্বয়ের কথা বলা হয়। কিন্তু এখন সেই সুরক্ষা জালে রয়ে গিয়েছে বিস্তর ফাঁসফোকর।

মুম্বাইয়ে জঙ্গি হানার পর সুন্দরবন সহ সমুদ্রসীমা এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয় বলে মনে করে উপকূলরক্ষীরাই।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে (স্থল ও জল) নজরদারি চালাতে এবার রাজ্যগুলিকে জড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বানে বি এস এফ সহ কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয় গড়ে তুলতে 'বর্ডার প্রোটেকশন গ্রিড' বা বিপিজি গঠন করা হচ্ছে। সীমান্তের চোরাচালান সহ জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকেই দোষারোপ করে বিভিন্ন রাজ্য। এই পারস্পরিক দোষারোপ কাটিয়ে উঠে বি এস এফের সঙ্গে রাজ্যগুলির সমন্বয় তৈরির জন্যই বিপিজি গঠনের ভাবনা। বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও চার রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে— অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।

পাহারায় বি এস এফ থাকলেও অবাধে ঢুকে পড়ছে ওপারের মানুষ, গরু। চোরাচালান,জালনোটের আনাগোনা প্রায় নিত্য ঘটনা। সীমান্তের সব জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। পাঁচ রাজ্যের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪১০৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে ৩০০৬ কিলোমিটার কাঁটাতার আছে। বাকি ১০৯৯ কিলোমিটারের মধ্যে ৪০৬ কিলোমিটারের ভৌগোলিক অবস্থান এতই প্রতিকূল যে সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়, নদী নালা ইত্যাদী রয়েছে। তাই ওই অংশে নজরদারির জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। (স্মার্ট লেন্স, নাইট ভিসন ডিভাইস ইত্যাদি)।

সুন্দরবনে দুই ধরনের নৌকা চলাচল করতে দেখা যায়। দেশি নৌকা এবং যন্ত্রচালিত নৌকা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এবংম নদীগুলির গভীরপতা কম হওয়ায় মাতলা নদীর পূর্বদিকে সাধারণত দেশি নৌকা চলাচল করে। আর পশ্চিমদিকে দেশি নৌকার পাশাপাশি যন্ত্রচালিত নৌকাও চলাচল করতে দেখা যায়। এই নৌকাগুলিই বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢোকার প্রধান মাধ্যম।

সুন্দরবনের নদীপথ দিয়ে সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি, সরবেড়িয়া ও আশপাশের কয়েকটি গ্রামে এসে পৌঁছেছে রোহিঙ্গারা। কিছুদিন সেখানে থেকে তারপর সেখান থেকে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন স্থানে। স্থানীয় নেতাদের মদতেই মাতলা নদী পার করে বাংলাদেশ থেকে এপারে রোহিঙ্গারা আসছে। পেছনে আছে মোটা টাকার ব্যাপার। বি এস এফের সূত্র বলছে, দু দফায় তাদের হাতে ২০ জন রোহিঙ্গা ধরা পড়ে। তাদের ফেরত পাঠানোও (পুশব্যাক) হয়েছে। কীভাবে রোহিঙ্গারা ঢুকে পড়ছে, তা নিয়ে বি এস এফ আরও সতর্ক থাকার আশ্বাস দিয়েছে।

সুন্দরবন ও জলসীমা, সাগরসীমা মিলিয়ে গোয়েন্দা সমন্বয় গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন এই মুহূর্তে। যেমন প্রয়োজন সুন্দরবনের পুরো এলাকাটা নিয়ে একটা সুসংহত মানচিত্রের। তাহলে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করা অনেক সহজসাধ্য হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশঙ্কা, সাগরপথে এসে জঙ্গিরা যে কোনো সময় হামলা চালাতে পারে। এখনও জল/সমুদ্র সীমান্তে বিস্তর ফাঁকফোকর আছে। এ মন্তব্য যাঁরা এই সীমান্তে কর্মরত তাঁদের। এখন প্রয়োজন এই এলাকার জন্য একটি অভিন্ন কৌশল তৈরি করা, যাতে ফাঁকফোকরগুলি চিরতরে বন্ধ করা সম্ভব হয়।

প্রাসঙ্গিকী

# ভারতীয় অর্থনীতির ভূত ও ভবিষ্যৎ

**সোমনাথ গোস্বামী**

জিডিপি নির্ভর বিশ্বায়নের রথে আসিয়ান হয়ে ভারতীয় অর্থনীতির যে যাত্রা নব্বইয়ের দশকে শুরু হয়েছিল, তা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে। একথা অনস্বীকার্য যে, নব্বইয়ের দশকের উদানীতিবাদ ভারতকে এক গরীব দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ভারতের অর্থনীতির এই বিজয়গাথায় রাষ্ট্রব্যবস্থার একেবারে নিচুস্তরের মানুষের জীবনের পরিবর্তনের ভূমিকা ঠিক কতখানি তা নিশ্চিত করে বলার মতো প্রামাণ্য দলিল আজও কোনো সরকারি দপ্তরে নেই। ভারতবর্ষ ১৫০০ থেকে ১৭০০ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর অর্থনীতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিকার করে এক পরম বৈভবশালী দেশ ছিল, যা পরবর্তীকালে ইসলামিক আগ্রাসন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে ও লুণ্ঠনে ক্রমান্বয়ে এক গরিব দেশে পরিণত হয়। পঞ্চাশের দশকে মার্কিন অর্থনীতিবিদ সাইমন কাজনেটের হাত ধরে যে জিডিপি ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল তার মূল লক্ষ্য ছিল আর্থিক জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করে মুক্ত বাণিজ্যের খোলা মাঠে গরিব, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলিকে কচ্ছপ ও খরগোশের অসম দৌড়ে সামিল করা। যার ফলশ্রুতি হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী দেশগুলি নিজেদের প্রতিনিধিত্বে গড়ে তোলে আই এম এফ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতো একাধিক সংস্থা, যা উন্নয়নশীল দেশের আর্থিক জাতীয়তাবাদকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো যারা ঔপনিবেশিকতার লুঠতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে যখন নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে তখন তারা এই সমস্ত সংস্থার দ্বারা রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়। আর এই আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক মডেল আসলে নেহরু-গান্ধী পরিবারকে ভারতের সর্বাধিনায়ক পরিবারে রূপান্তরিত করার চাবিকাঠি ছিল। তাই রাশিয়া স্বাধীনতার পর ভারতের সবথেকে ঘনিষ্ঠ মিত্র রাষ্ট্র হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করে এসেছে যা কখনও কখনও শুধু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গান্ধী পরিবারের ব্যক্তিগত দুর্গ রক্ষার জন্যও সহায়তা করেছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশক চলছিল ভালোই, সমাজতন্ত্রও চলছিল গান্ধী পরিবারের রাজত্বও ভালোই চলছিল। কিন্তু নেহরুর দূরদর্শিতায় একটু ত্রুটি ছিল। ভারত রাশিয়ার মতো সমজাতিগুণসম্পন্ন, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র নয়, এটি বহুভাষা, বহুজাতি, বহুবর্ণ, বহু সংস্কৃতির এক মিলনক্ষেত্র। যেখানে প্রতিটা প্রান্তের ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা ভিন্ন। তাই দিল্লির অলিন্দে বসে একটি পরিবারের পক্ষে এত বহুবিভক্ত জনজাতিকে শাসন করা সহজ কাজ ছিল না। আর তার সঙ্গে যোগ হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান পেট্রোকেমিক্যালের চাহিদা, একদিকে প্রান্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাবাদ গান্ধী পরিবারের রাশ আলগা করে দিল। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিও সমাজতন্ত্রের বর্ম ছেড়ে অঅর্থিক উদারতাবাদের পরিধান পরে নিল। এরপর শুরু হল কংগ্রেস আ কমিউনিস্টদের লুকোচুরি খেলা। কমিউনিস্টরা নিজ নিজ রাজ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহনের মতো আবশ্যক পরিসেবাকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিল আর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটানো

**শুধু অর্থনীতি নয়, ভারতের অন্তরাত্মাও আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের কেইনিসিয়ান ছেড়ে কৌটিল্যে ফিরে যেতে হবে। যে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রতে মানবসম্পদকে সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন জ্ঞানই মানুষের আসল সম্পদ।**

শুরু করল। সমাজতন্ত্রের চাবিকাঠি দিয়ে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পত্তনের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর গান্ধী পরিবারের নতুন অস্ত্র হল ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর দরবারি রাজনীতি। অর্থাৎ যে প্রান্তে যার যতটা জায়গীর দরকার প্ল্যানিং কমিশন নামক একটি অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার জায়গিরদারিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে দিল্লির মসনদকে নিষ্কন্টক রাখা। কেইনিসিয়ান অর্থনীতি আমদানি করে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে এমন ধাঁচে ফেলা হল যাতে দেশের প্রতিটি নাগরিক উপভোক্তায় পরিণত হয়। এই কেইনিসিয়ান অর্থনীতিই আমাদের ডাবের জল ছেড়ে শীতল পানীয় পান করতে শিখিয়েছে, কচুরি ছেড়ে পিজা খেতে শিখিয়েছে। খোলা বাজারে উপভোক্তার ভোগবাদকে সুড়সুড়ি দিয়ে এই জিডিপিনির্ভর অর্থনীতি ভারতীয় জীবনশৈলী ধ্বংস করেছে, পরিবেশ ধ্বংস করেছে, ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে। শুধুই ভোগবাদের দ্বারা কোনো রাষ্ট্র পরম বৈভবশালী হতে পারে না। সেহেতু যা হবার ছিল তাই হয়েছে, শুধু অর্থনীতি নয়, ভারতের অন্তরাত্মাও আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের কেইনিসিয়ান ছেড়ে কৌটিল্যে ফিরে যেতে হবে। যে কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রতে মানবসম্পদকে সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন জ্ঞানই মানুষের আসল সম্পদ। তাই স্কিল ইণ্ডিয়ার মতো প্রকল্পকে আরও ব্যাপকভাবে প্রতিটি যুবকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কৌটিল্য প্রথমে রাজস্ব সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং পরে তার উপরে ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের রূপরেখা তৈরির কথা বলেছেন। তাই শুধুমাত্র ভোটমুখী স্বল্পস্থায়ী, বিলাসসম্পদ সৃষ্টিকারী প্রকল্পকে বাদ দিয়ে, দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ সৃষ্টিকারী প্রকল্পে জোর দিতে হবে। আর জিডিপি-র ইঁদুর দৌড়ে না গিয়ে বাজেট ঘাটতি কমিশে এক ঋণমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের পথে অগ্রসর হতে হবে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এক রাষ্ট্র, এক কর ব্যবস্থার কথা বলে হয়েছে। তাই জিএসটিকে সথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে দেশের প্রতিটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যাতে কর ফাঁকি না দিয়ে যথাযথ কর প্রদান করে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আগামী দিনে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সভ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে আমাদের কেইনিসিয়ান নয়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রহণ করতে হবে, আপাদমস্তক গ্রহণ করতে হবে।

## করোনাকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে মহামারি হতে পারে ঃ হু

**বিসকে, কলকাতা।। করোনার কুপ্রভাবকে মহামারি হিসাবে ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু'। রাষ্ট্রসঙ্ঘ অধীনস্থ এই সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ট্রেডস আধানব ঘেবরেসাস এক বার্তায় বলেছেন, এই মহামারি প্রতিটি দেশের কাছে বিপদ, তা ধনী আর দরিদ্র যাই হোক।**

**হু-এর তথ্য অনুযায়ী, চীন থেকে এর শুরু হলেও এখন পর্যন্ত ২০৫টি দেশে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বে ৪০ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় পনের লক্ষ। বিপর্যস্ত অর্থনীতি, বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে ধর্মস্থানগুলি। খ্রিস্টান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস তার সফল বাতিল করেছেন। সতর্কতা জারি হয়েছে ভ্যাটিকান সিটিতে। নড়েচড়ে বসেছে সৌদি প্রশাসন তথা মক্কার পরিচালন মণ্ডলীও।**

**চীনে সর্বপ্রথম আক্রান্ত এবং মৃত হলেও ইতালি, স্পেন, আমেরিকা, ইরানেও এর প্রভাব দ্রুত বিস্তারলাভ করে এবং মৃত্যুর সংখ্যা হু-হু করে বাড়ায় উদ্বিগ্ন 'হু'-এর কর্তারা। এই ভাইরাসের বিপদ যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে তাকে আটকানোর মতো বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিসেবার পরিকাঠানো নেই। সচেতনতার জন্য প্রচার ব্যাপক হারে না হলে তা শৈথিল্যতার কারণে বৃহৎ আকারে থাবা বসালে বিশ্বজুড়ে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। তাই একে মহামারি ঘোষণা করে সচেতনতার উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হয়েছে হু।**

প্রাসঙ্গিকী

# করোনা : একটা জরুরি আবেদন

**বি স কে, কলকাতা।।** আমাদের দেশ এখন কোভিড-১৯-এর স্টেজ -২-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মানে এখনও ভাইরাস রোগীর থেকে তার ক্লোজ কন্টাক্টের মধ্যেই ছড়াচ্ছে। এরপরই স্টেজ-৩ শুরু হবে যখন ভাইরাস কমিউনিটিতে ছড়াতে শুরু করবে এবং সেটা হবে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। কারণ রোগটা মারাত্মক রকম ছোঁয়াচে। ঠিক এমনটাই হয়েছে ইতালিতে, ইরানে। দুই সপ্তাহের মধ্যে কনফার্ম রোগীর সংখ্যা দেড়শো থেকে প্রায় দশ হাজার হয়ে গেছে। এই স্টেজ-২তেই আটকে না রাখতে পারলে, আগামী এক মাসের মধ্যেই আমাদের দেশেও রোগীর সংখ্যা একলাফে অনেকটাই বেড়ে যাবে। তখন সত্যিই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে। করোনা ভাইরাস মানুষ মারে কম, কিন্তু এতো বেশি সংখ্যার রোগী সৃষ্টি করবে যে তাদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো পরিকাঠামো রাতারাতি তৈরি করা অসম্ভব।

আমাদের দেশের কোভিটেড স্টেজ-২ থেকে ৩-এ যাওয়া আটকাতে শুধু সরকার বা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী যথেষ্ট নয়। এটা পারি আমরাই। মানে আমি, আপনার মতো সাধারণ মানুষ। আমরা প্রত্যেকে এক একজন সম্ভাব্য রোগ ছড়ানো ক্যারিয়ার— একজন কয়েকশো জনের মধ্যে, কয়েকশো কয়েক হাজারের মধ্যে রোগটা ছড়াতে পারি। এই চেইনটা তখনই ভাঙতে পারা যাবে যখন আপনি নিজে রোগমুক্ত থাকতে পারবেন। আপনি রোগমুক্ত থাকলে আপনি বাঁচবেন, আপনার পরিবার বাঁচবে, আমাদের দেশ বাঁচবে। যদি আপনি কেয়ারলেস হয়ে রোগ বাঁধান, আপনি হয়তো বেঁচে যাবেন (তার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ কোভিডের মর্টালিটি ২-৩ শতাংশের বেশি নয়), কিন্তু মরবে আপনারই মতো অনেক মানুষ (হয়তো আপনারই কোনো বৃদ্ধ আত্মীয় বা অনাত্মীয়া)। শুধু আপনার বোকামির জন্যই। তাই আপনি নিজে সুস্থ থাকুন, তাহলেই দেশ সুস্থ থাকবে।

১) সরকারের সমস্ত উপদেশ ও নির্দেশিকা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন— কোনোটাই অযথা বলে উড়িয়ে দেবেন না।

২) স্বাস্থ্যকর্মী বা নিরাপত্তাকর্মীরা যা যা করছেন, মেনে নিন, তাঁদের কাজে বাধা দেবেন না। তর্ক করবেন না তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা যা কিছু করছেন, বিশেজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়েই করছেন এবং আপনার ভালোর জন্যই করছেন।

৩) মনে রাখবেন, প্রচুর টাকা বা ক্ষমতা থাকলেই কিন্তু আপনি সেফ নন। ট্রেন বা ফ্লাইটের ফার্স্ট ক্লাসে গেলেই আপনার কোবিডের কোনো ভয় নেই— এরকম ভাবাটা ভুল। মনে রাখবেন, ইউ কে-র স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীও কোভিড আক্রান্ত। কাজেই খুব দরকার না থাকলে বাইরে যাওয়া বর্জন করুন। ছুটি পরেও কাটাতে পারবেন।

৪) একান্ত দরকার না থাকলে সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবেন না। নিজের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান থাকলেও মাসখানেক পিছিয়ে দিন। সামাজিক মেলামেশা কিন্তু কমিউনিটিতে রোগ ছড়ানোর বড় কারণ। একই কারণে, সিনেমা হল, মেলা, উৎসব, শপিং মল যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করুন। যদি যেতেই হয় সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে সুরক্ষা অবলম্বন করুন (বার হাত ধোয়া, কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে কাশা ইত্যাদি)।

৫) কাশি, জ্বর, শ্বাসকষ্ট হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান। নিজে নিজে চিকিৎসা বা ডায়াগনসিস করার চেষ্টা করবেন না। আদা, রসুন, এলকোহল, গোমূত্র কোনোটাই কেভিডের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রমাণিত হয়নি। আপনার হোয়াটস্যাপ যাই বলুক। আপনার কোভিড হয়েছে কিনা ডাক্তারবাবুই সেটা বুঝতে পারবেন। কখন কি টেস্ট করতে হবে, কি ওষুধ খেতে হবে, ডাক্তারবাবু যা বলবেন সেটা মেনে চলুন। উনি একটা বিজ্ঞানসম্মত গাইডলাইন মেনে চিকিৎসা করছেন, এটা মনে রাখবেন। কখন আপনাকে আইসোলেশনে যেতে হবে, কখন হোম quarantine-এ থাকতে হবে সেটা ডাক্তারবাবুই বলে দেবেন।

সরকার বা স্বাস্থ্যকর্মীরা আপনার পাশেই রয়েছেন, কিন্তু আপনার সহযোগিতা ছাড়া এ বিপদ ঠেকানো অসম্ভব। আপনি, আমি আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষই কিন্তু পারে কোভিডকে রুখে দিতে।

# করোনাকে আল্লার সৈনিক বলে মন্তব্য

**বি স কে, কলকাতা।।** করোনা ভাইরাসকে আল্লার সৈনিক বলে প্রচার করে শেষপর্যন্ত নিজেই আক্রান্ত হলেন ইরানের ইসলামী বিদ্বান আয়াতুল্লাহ সৈয়দ হাদী আল মুদারিসি। বিশ্বজুড়ে করোনা ভাইরাসের প্রভাব যখন ছড়াতে শুরু করেছে ততক্ষণ চীনে করোনা আক্রান্তে মৃতের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার হয়েছিল। আক্রান্তের সংখ্যা লক্ষাধিক। সেইসময় ইরানের ওই বিদ্বান প্রকাশ্যে সোস্যাল মিডিয়াতেও প্রচার করেছিল বাম চীনা সরকারের ইসলামি দমন-পীড়নের জন্য আল্লাহই এই ভাইরাস পাঠিয়েছেন। এরই প্রভাবে চীনে এত মানুষের প্রাণ হারালো।

উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরেই চীনা প্রশাসন চীনের উইঘুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলিমদের উপর বিভৎস অত্যাচার চালাচ্ছিল। এমনিতেই চীনে গণতন্ত্র না থাকায় সেখানকার সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত হত না। কোনোক্রমে স্যোসাল মিডিয়াতে তা প্রচারিত হওয়ায় বিশ্বজুড়ে হৈচৈ শুরু হয়েছিল। এরই প্রেক্ষিতে তিনি এই মন্তব্য করেন বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

# করোনা আতঙ্ক নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে দূষলেন সাংসদ ডা: শান্তনু সেন

**বি স কে, কলকাতা।।** করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কের ব্যাপারে সংবাদ মাধ্যমকেই দায়ী করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ চিকিৎসক ডা: শান্তনু সেন। ১৭ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর পুরসভা আয়োজিত সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস নিয়ে এক সতর্কসভাতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। ডা: সেনের মতে, সংবাদমাধ্যমের খবরের জেরেই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এব্যাপারে সংক্রামিত ব্যক্তির থেকে দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি ভালো করে হাত ধুয়ে খাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের আগ্রহ করেন।

তার এই অনুষ্ঠানে বারাকপুর সভার বিভিন্ন প্রতিনিধি ছাড়াও কাউন্সিলররা উপস্থিত ছিলেন। সকলকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার বদলে সতর্কিত জীবনযাপনের নিদান দেন তিনি।

# পরম্পরার উদয়

**বিসকে, কলকাতা।।** বিশ্ব মহামারিতেও এক নতুন ভারতের রূপ বেরিয়ে এল বিশ্বের সামনে। সমস্ত বিশ্ব যখন ত্রস্ত-আতঙ্কিত তখন ত্রাতার ভূমিকায় ভারত তথা ভারতীয় সনাতনী পরম্পরা-সংস্কৃতি।

সংবাদসূত্র অনুসারে, ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লস করোনা আক্রান্ত থেকে আরোগ্যের পথে ভারতীয় আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথিতে। ব্যাঙ্গালোরের এক চিকিৎসক তথা বিশেষজ্ঞের আয়ুর্বেদ ও যোগ নিদান রানি এলিজাবেথকেও আরোগ্যে উপনীত করেছে।

নাইজেরিয়ার ওয়ো রাজ্যের গভর্ণর মেরি মাকিন্দে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ভারতীয় আয়ুর্বেদিক উপাচার মধু আর কালোজিরাতে সুস্থ হয়েছেন বলে স্বয়ং ট্যুইট করেছেন। তার বক্তব্য, ওয়ো রাজ্যের স্বাস্থ্যসেবা বোর্ডের কার্যনির্বাহী সচিব ডা: মাইদেন ওলাতুলজি আমার হাতে কালো জিরে তুলে দেন এবং তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাবার নিদান দেন। তাতেই শরীর সুস্থ হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

ব্রাজিলের আধিকারীকরা ভারতকে মৃতসঞ্জীবনী দাতা বলে এই মুহূর্তে উল্লেখ করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তো মানে-অভিমানে মহামারীর গেম চেঞ্জার হিসাবে হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইনের জন্য রীতিমতো হত্যা দিয়েছেন ভারতের কাছে। অর্থাৎ ভারতীয় ভেষজ ও আয়ুর্বেদিক নিদান আজ যে সঙ্কটময় বিশ্বে সুরাহার পথ তা বোধহয় আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

# বিশ্ব মহামারিতে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করল 'হু'

**বি স কে, কলকাতা।।** করোনা মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। হু-এর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত যেভাবে দ্রুত সতর্কমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এত জনবহুল দেশে যে ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রশংসার দাবি রাখে।

হু-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে আক্রমণের মধ্যে অনেককেই ভারত সারিয়ে তুলেছে এই বিষয়টিও ভারতের সচেতনতা ও সক্রিয়তার পরিচায়ক। সার্ক দেশগুলিতেও যেভাবে সতর্কতা ও সহযোগিতার ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগী হয়েছেন তাও হু-এর নজরে এসেছে।

প্রাসঙ্গিকী

# কোরোনা ও আয়ুর্বেদ

লেখক – রাকেশ দাশ

ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী বেঙ্কাইয়া নায়ডু বলেছেন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যখন পুরো জগৎকে একসাথে জুড়েছে ঠিক তখনই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ভাইরাস আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় বিদ্যমান এই অদ্ভুত অণুকীট সমগ্র জগৎকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, সমগ্র মনুষ্য সমাজের চিন্তন প্রক্রিয়াতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, রাষ্ট্রে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিপুল আয়োজন– কোন কিছু দিয়েই রোগীর সংখ্যা বা মৃত্যুমিছিলকে আটকানো যাচ্ছে না। ইউরোপের অবস্থা থেকে খুব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সেখানকার মানুষের অনিয়ন্ত্রিত ভোগসর্বস্ব জীবন পদ্ধতিই এই রোগটির ছড়িয়ে পড়ার প্রমুখ কারণ। সপ্তাহান্তের পার্টি, পাব, বারের রঙ্গীন আলোর হাতছানিতে পতঙ্গের মত সাড়া দিয়ে মানুষ মৃত্যুকে আহ্বান করেছে।

ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইতে মানুষের শরীরের অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধী শক্তিই প্রধান অস্ত্র। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান, চিকিৎসক, ঔষধ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি অতিমাত্রায় নির্ভরতা ক্রমশঃ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা নষ্ট করেছে। বর্তমানে প্রযুক্ত অধিকাংশ ঔষধ, বিশেষ করে এণ্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার, এই শক্তিকে ক্রমশঃ দুর্বল করে দিচ্ছে।

এটি মেনে নেওয়া ভাল যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি দিয়ে প্রকৃতির পরিহাসকে রোধ করা সম্ভব নয়। চরক, সুশ্রুত প্রমুখ আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞরা এই সত্যটি খুব সরল ভাষাতেই বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সেজন্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মানুষের সুস্থতার দুইটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নিদান দিয়ে গিয়েছেন– ১. সদাচার এবং ২. সত্ত্বাবজয়। ঔষধ বা অন্য কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা।

চরকসংহিতার সূত্রস্থানের একাদশ অধ্যায়ের ৫৪তম পংক্তিতে তিন প্রকার চিকিৎসা বিধির উল্লেখ রয়েছে যার মধ্যে অন্তিমটি হল সত্ত্বাবজয়– অহিতেভ্যঃ অর্থেভ্যঃ মনোনিগ্রহঃ– অহিতকর বস্তু থেকে মনকে নিগৃহীত করা। সেটিই এই রোগের সঙ্গে লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র।

চরকসংহিতার বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে, সুশ্রুত সংহিতার নিদানস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে ঔপসর্গিক রোগের সংক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সংক্রামিত রোগীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখার নিদানও সেখানে দেওয়া হয়েছে।

এর পরে আসে শরীরের অভ্যন্তরীণ শক্তি সংগ্রহ। অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধরণের রোগ প্রতিরোধের জন্য কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে প্রধান হল নাকের ভিতরে ঘি ও হলুদের প্রলেপ দেওয়া। চোখকে পরিষ্কার রাখার জন্য অঞ্জন (কাজল) ব্যবহার করা দরকার। তুলসী, নিম, আদা, আমলকি, হলুদ, গুডুচী, শুঁঠ, যষ্টিমধু একত্র করে গুড় ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে সেটি অনুপান রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। কালমেঘ আমাদের যকৃৎকে সুস্থ রাখে। অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধে যকৃৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে কালমেঘ পাতার রস, কালমেঘের ডাল বা চিরতা জলে ভিজিয়ে সেই জল পান করা বিধেয়। মধুর সঙ্গে লবঙ্গ ও দারুচিনির গুঁড়ো গলার সংক্রমণ আটকাতে সাহায্য করবে। যষ্টিমধু রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

আয়ুর্বেদে সৎগ্রন্থ অধ্যয়ন, ধ্যান, জপ প্রভৃতিকেও চিকিৎসার অঙ্গ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই সময়ে তার মাধ্যমে আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে নতুন শক্তি দেওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ।

# সিএএ নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিদেশমন্ত্রীর তুলোধোনা

**বিসকে, কলকাতা।।** নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে ওঠা যাবতীয় বক্তব্যের সপাট জবাব দিলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের সমালোচনা করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশই নেই যারা সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষকে বসবাসের জন্য স্বাগত জানায়।

প্রসঙ্গত, বর্তমান কেন্দ্র সরকার কর্তৃক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) পাশ হবার পর দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়।

দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে জানান, এই আইন দেশ থেকে কাউকে তাড়াবার নয়, বরং যারা এদেশের নাগরিক তাদের স্বীকৃতি দেবার উদ্যোগ। তথাপি বেশ কিছু সংস্থা দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীর উৎসাহে দেশব্যাপী আন্দোলনে নেমে দেশের সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তোলে। দেশবিদেশে এ নিয়ে তারা হৈচৈ শুরু করে। নড়েচড়ে বসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন। ভারত সরকারকে এনিয়ে চাপ দিতে থাকে। তারই প্রেক্ষিতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রী এমন চাঁচাছোলা ভাষায় মন্তব্য করেন।

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেন, আমরা চেষ্টা করছি যাতে রাষ্ট্রহীন শরণার্থীদের সংখ্যাটা আইনিভাবে কমানো যায়। এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ। আমরা এমনভাবে এটা করছি যাতে আমাদের জন্য বড় কোনো সমস্যা তৈরি না হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমালোচনা করে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিভাবে এতদিন পর্যন্ত কাশ্মীর ইস্যু সমাধান করেছে তা দেখা উচিত। তিনি দাপটের সঙ্গে বলেন, প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর আগেও ভুল করেছেন, কেন কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে তারা সদর্থক পদক্ষেপ নেয়নি।

# বিপজ্জনক ফাস্ট ফুড

**বিসকে, কলকাতা।।** ফার্স্ট ফুড বা মুখরোচক তাৎক্ষণিক খাবারকে বিপজ্জনক বলে সাব্যস্ত করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যাণ্ড প্রিভেনশন নামের এক সংস্থা। তাদের বক্তব্য, এই ধরনের খাবার সার্বিকভাবে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। বিশেষ করে হার্টের জন্য সবচাইতে বিপজ্জনক বলে অভিহিত করল তারা। সংস্থার গবেষক জোফেং ঝাং জানান, দীর্ঘদিন ধরে তারা এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে শরীর তথা হার্টের জন্য টাটকা শাকসব্জি, ফল অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে আমরা সস্তায় অল্প সময়ে যেসব মুখরোচক খাবার খাই সেগুলি সবই প্রক্রিয়াজাত অর্থাৎ তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা। এই ধরনের খাবার দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে, দর্শনধারী করতে, সুস্বাদু করতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক রং মেশানো হয়। এমনকি মুখরোচক করতেও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মেশানো হয় যা মুখে আপাতত ভালো লাগলেও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। স্পষ্টভাবে বলতে হয় খাদ্যগুণ বা ফুডভ্যালু থাকেই না এগুলোতে। তাই এগুলি সবদিক থেকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ্ অ্যাণ্ড নিউট্রিশন এগজামিনেশন ২০১১-২০১৬ পর্যন্ত ব্যাপকহারে সমীক্ষা ও গবেষণা চালায় এই বিষয়ের উপর। সব বয়সের প্রায় সাড়ে তের হাজার মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা যায়, এই খাবারের ফলে খাদ্যের সঙ্গে ক্যালোরির ভারসাম্য ঠিক থাকছে না। কখনো অত্যধিক বেশি কখনো নেই— যা দুই দিক থেকেই শরীরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে।

# ধারাবাহিক অসভ্যতার আতঙ্কিত নাম পার্ক সার্কাসে শেষপর্যন্ত পুলিশি অভিযান

**বিসকে, কলকাতা।।** বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এবার বাধ্য হয়েই অভিযান চালিয়ে দশজনেরও বেশি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ। ঘটনাস্থল পার্ক সার্কাস। অভিযোগ, চলন্ত ট্রেনের যাত্রীর গায়ে প্রস্রাব ভর্তি প্লাস্টিকের থলি ছুঁড়ে ফেলা। আক্রান্ত অভিযোগকারিণী সোনারপুরের বাসিন্দা অদিতি ফেসবুকে ঘটনাটির পোস্ট করেন এবং পুলিশে অভিযোগ করেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী নিয়ে যান রেল পুলিশ সুপার বি বরুণ চন্দ্র। পেশায় নিউজ পোর্টালের সাংবাদিক অদিতির কথায়, দোলের দিন সন্ধ্যা পৌনে আটটায় সোনারপুরের উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে চাপেন। ট্রেনটি পার্কসার্কাস স্টেশন থেকে ছাড়ার পর একটি জলভর্তি প্লাস্টিকের থলি জানালা দিয়ে এসে গায়ে পড়ে। একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি পাথরও এলোপাথাড়ি আসে। অচিরেই অদিতি বুঝতে পারেন প্লাস্টিক থলিতে থাকা তরল আসলে প্রস্রাব। তিনি প্রথমে ফেসবুকের মাধ্যমে তা পোস্ট করে প্রতিবাদ জানান। পরে অভিযোগ দায়ের করেন রেল পুলিশে।

উল্লেখ্য, পার্কসার্কাস বর্তমানে শাহিনবাগের আদলে প্রচারের শীর্ষে। এরাজ্যের প্রথম সারির কয়েকটি পত্রিকা পড়ুয়াদের আন্দোলন বলে এই পার্কসার্কাসকে প্রচারের প্রথম সারিতে এনেছে। নিত্য যাত্রীদের কথায়, এই আন্দোলন ছাড়াও এমনিতেই পার্ক সার্কাস নিয়ে গড়িয়া, সোনারপুর, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং অঞ্চলের যাত্রীরা আতঙ্কে যাতায়াত করেন। দিনে দুপুরে পাথর ছোড়া থেকে রাতেবিরেতে এমনকি দিনের বেলাতেও ছিনতাই, গায়ে হাত দেওয়া এমনকি গালমন্দ করা হয় প্রকাশ্যে।

রেল পুলিশ সুপারের মন্তব্য, এমন কিছু ঘটনা ঘটছে বলে আমরা শুনেছি। নিত্যযাত্রীদের বক্তব্য, পার্ক সার্কাস অসভ্যতার আতঙ্কিত নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# আজম খানের কার্যকলাপ : কড়া পদক্ষেপ নিল যোগী সরকার

**বিসকে, কলকাতা।।** রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে তার অন্তরালে যথেচ্ছাচার চালানোর দায়ে অভিযুক্ত সাংসদ আজম খানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হল উত্তরপ্রদেশ সরকার। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে বহুলচর্চিত নাম আজম খান। সমাজবাদী পার্টির এই নেতা উত্তরপ্রদেশ থেকে লোকসভা ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি

রামপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়েছেন, যার নাম মহম্মদ আলি জোহর বিশ্ববিদ্যালয়। এই শিক্ষা সংস্থার পিছনে তিনি মৌলবাদী কাজকর্ম চালান, যা জাতীয় সংহতি ও মানবিকতার পরিপন্থী। এনিয়ে রামপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে। সংবাদ শিরোনামে থাকার সুবাদে এবং উত্তরপ্রদেশের রাজনীতির অন্যতম ব্যক্তিত্ব মুলায়ম সিং যাদবের বিশেষ স্নেহধন্য বলে তাঁর পুত্র অখিলেশ যাদবও আজম খানের প্রতি দুর্বল। এইসব দিককে সুকৌশলে কাজে লাগিয়েই আজম খান ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কাজ করেছেন তা ভবিষ্যতের জন্য বিপজ্জনক বলে উত্তরপ্রদেশের একশ্রেণীর চিন্তাবিদের মত। গোয়েন্দারাও আজম খানের শিক্ষা সংস্থান নিয়ে শঙ্কিত। কেননা, ওখানে এমন কিছু কর্মকাণ্ড চলে যা জাতীয় স্বার্থে পরিপন্থী। এনিয়ে স্থানীয়ভাবে শুধু অভিযোগই নয়, কেসও হয়েছে। সাংসদ এবং মুলায়ম সিংয়ের স্নেহভাজনের কারণে কেউ কিছুই করতে পারেনি। এবার যোগী সরকার সব অভিযোগ খতিয়ে দেখে বিশ্ববিদ্যালয় এবং আজমখানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে।

# বিতর্ক— ভগবান

**বিসকে, কলকাতা।।** ভগবান নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক জাতীয় রাজনীতিতে। গত ৭ মার্চ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি পরিযোজনা'-য় সুবিধা প্রাপকদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন। দেরাদুনের দীপা শাহ এই যোজনায় উপকৃত হয়ে

আবেগবহুল কণ্ঠে বলেন, আমি ভগবান দেখিনি, কিন্তু ভগবানের রূপে আপনাকে (শ্রীমোদীকে) দেখেছি। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

বিতর্কের সূত্রপাত এখান থেকেই। দেশের একাধিক রাজনৈতিক দল, নেতা, একশ্রেণীর সংবাদপত্র, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী এনিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য, পুরো ঘটনাটাই সাজানো এবং মোদী নিজেকে ভগবান বলে ভাবতে শুরু করেছেন। কারও মতে, দেশজুড়ে প্রতিবাদ, সংঘর্ষ, অর্থনৈতিক মন্দা থেকে মুখ ঘোরাতেই এই ভগবান সাজা।

উপকৃত দীপা শাহের বক্তব্য, ২০১১ সালে পক্ষাঘাত হয়ে কথা বলার শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিলাম। মাসে পাঁচ হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হতো। এবার তা মাত্র ১৫০০ টাকায় পাচ্ছি।

একইভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পুণার জেবা খান। কিডনি আক্রান্ত হওয়ায় তিনিও ওষুধ কিনতে জেরবার হচ্ছিলেন। তিনিও প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থায় আবেগপ্রবণ হন এবং অশ্রুসজল হয়ে তাদের বলেন, আপনাদের আত্মবিশ্বাসই আপনাদের ভগবান। আমিও ভগবান, আল্লার কাছে আপনাদের সুস্থতার কামনা করবো।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রীর এই চালচলন কথাবার্তায় এর আগে সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন, আমি সম্ভাবনা দেখছি মোদীজীর মধ্যে। রতন টাটা তাঁকে উপযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন। পর্তুগালের প্রেসিডেন্ট বিশ্বের সামনে যথার্থ হিতকারী বলে উল্লেখ করেন মোদীকে।

# বেলাগাম বামপন্থার বাসন্তিক বেলেল্লাপনায় রাজ্যজুড়ে ছিঃ-ছিঃ

**বিসকে, কলকাতা।।** কবিগুরুর বিকৃত উপস্থাপনায় বেলাগাম বামপন্থাকেই কাঠগড়ায় তুলল স্যোসাল মিডিয়া। বসন্তো উৎসবের প্রাক্কালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের খোলা পিঠে আপত্তিকর লেখা নিয়েই এই বিতর্ক।

একইভাবে বামপন্থী ভাবধারার বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রথমদিকে এনিয়ে প্রচার এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিকৃত সুরের উপস্থাপনাকে ঘিরে শোরগোল শুরু হয়। তথ্যসূত্র অনুসারে, এর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, প্রেডিডেন্সীতেও বামপন্থী প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনগুলির আচরণে একাধিকবার সংবাদ শিরোনামে চলে এসেছিল প্রায় এমনই আচরণ। স্যোসাল মিডিয়াতে সেসব তথ্য ও ছবি প্রচার হতেই প্রধান প্রধান গণমাধ্যমগুলিতে হৈচৈ শুরু হয়েছিল। রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য লজ্জায় পদত্যাগ করলে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান হয়।

রাজ্যের শিক্ষাবিদ ও সচেতন নাগরিকদের বক্তব্যও সোস্যাল মিডিয়া সহ প্রথম শ্রেণীর গণমাধ্যমগুলিতে প্রচারিত হয়। সকলেই একবাক্যে এই ধরনের আচরণকে একপ্রকার বেলেল্লাপনা বলে উল্লেখ করেন। যদিও একশ্রেণীর বাঙালি

বুদ্ধিজীবী বহিরাগত তত্ত্বেও বিষয়টি হাল্কা করার চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষ এই ধরনের আচরণকে বেলাগাম বামপন্থারই বাসন্তিক বেলেল্লাপনা বলে মত প্রকাশ করেন।

রাজ্যের কিছু চিন্তাবিদের মতে, বামপন্থীরা চিরকালই ধর্মীয় বা ভারতীয় পরম্পরাকে খাটো করতে অভ্যস্ত। তাই ওরা দোলকে বসন্ত উৎসব বলেই মানে। দুর্গা পুজোকে শারদীয় উৎসব বলে। কবিগুরুকে তো ওরা বুর্জোয়া কবি বলেই প্রচার করেছিল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে বলতো মৃগী রোগী।

## হিন্দুত্ব নিয়ে কোনো আপোষ নয় : উদ্ধব ঠাকরে

**বিসকে, কলকাতা।।** হিন্দুত্বের সঙ্গে কোনো আপোস নয়— এমনই সটান জবাব মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের। সাম্প্রতিক মতনৈক্যতার জন্য শিবসেনা বিজেপির

মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলে তাঁকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে এমনই মন্তব্য করেন তিনি।

উদ্ধব ঠাকরের আরও বক্তব্য, ২০০৮ সালের নভেম্বরে আমি যখন এসেছিলাম তখন অযোধ্যা মামলা নিয়ে টানপোড়েন চলছিল। এবছর রায়দান এবং মন্দির তৈরির মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে এবং আমি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি। অযোধ্যা সফর সব সময়ই আমার জন্য আলাদা মাত্রা দেয়।

রামমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথা বলে অর্থ সহায়তা করবেন বলে জানান। পাশাপাশি মন্দিরের পাশে মন্দির নির্মাণে সাহায্যকারী রামভক্তদের থাকার জন্য জায়গা বরাদ্দের জন্য আবেদন জানিয়েছেন বলে জানান।

গত কয়েক মাসে শিবসেনা-বিজেপি মধ্যে যে দূরত্বের সংবাদ প্রচার হচ্ছিল তারই প্রেক্ষিতে এই সত্য তুলে ধরা প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

## দেশের ভবিষ্যত মোদীর হাতে সুরক্ষিত : জ্যোতিরাদিত্য

**বিসকে, কলকাতা।।** এদেশের উন্নতির জন্যই রাজনীতি। যদি উন্নতির পথ থেকে রাজনৈতিক দল সরে আসে তবে সেখান থেকে সরে আসাটাই সময়ের দাবি বলে মন্তব্য

করলেন সদ্য কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেওয়া জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। গত ১২ মার্চ বিজেপিতে যোগ দিয়ে এমনই মন্তব্য করেন তিনি।

জ্যোতিরাদিত্যর মন্তব্য, যে কারণে কংগ্রেসের শুরু হয়েছিল, তা থেকে কংগ্রেস বহু দূরে চলে গেছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করছেন এবং শক্ত হাতে হাল ধরেছেন তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক।

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকার প্রসঙ্গে তিনি জানান, সেখানে ক্ষমতায় আসার দশদিনের মধ্যে কৃষি ঋণ মুকুবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা আজও পূরণ হয়নি। বেকারদের রোজগার, বেকারভাতা ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিরগুলির প্রতি বিন্দুমাত্র নজর দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে রাজ্য জুড়ে মাফিয়ারাজ চলছে, স্বজনপোষণ, দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে।

আগামী দিনে দেশের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে সুরক্ষিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী গীতা রাই
হাওড়া পুরসভা
ওয়ার্ড নং ১৩

চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ
হিন্দু নববর্ষে
(২৫.৩.২০২০)
সকলকে আন্তরিক
প্রীতি, শুভেচ্ছা ও
অভিনন্দন

সকলে সতর্ক থাকুন সুস্থ থাকুন...

# Maa Construction

আমরা যত্ন সহকারে
বারাসত, মধ্যমগ্রাম,
সালকিয়ায়
2BHK, 3BHK
বিক্রয় করি।

Cont : 9830614749

পরিচ্ছন্ন থাকুন, রোগ প্রতিরোধ করুন

প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর এক স্বপ্নের বিদ্যালয়

## বিবেকানন্দ মিশন

ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন পূরণের স্কুল

পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি চলছে

সম্পূর্ণ আবাসিক আশ্রম বিদ্যালয়

**ADMISSION TEST- 08/12/2019**
**ONLINE- A Form fill up করা যাবে**
**www. vivekanandasiksakendrem.com**

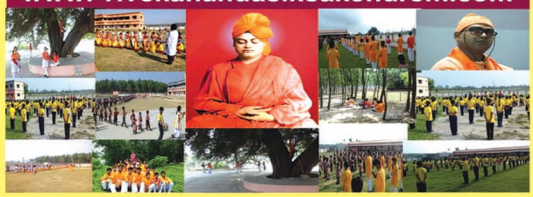

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

১। সম্পূর্ণ আশ্রমিক রীতিতে পড়াশুনা।
২। অষ্টম শ্রেণির মধ্যে চারটি ভাষায় সমান দক্ষতা।
৩।''বৈদিক ম্যাথ'' পদ্ধতিতে গণিতে বিশেষ ভাবে দক্ষ করে তোলা।
৪। শিশুদের উপযোগী সুন্দরবাগান, পার্ক ও খোলামেলা পরিবেশ।
৫। পড়াশুনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়ে সমান গুরুত্ব।
৬। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হোস্টেলের ব্যবস্থা।

যোগাযোগঃ- **বিবেকানন্দ মিশন**
শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম
**Mob.- 9153260160 / 9434250047**

DHEYAN®
Your Success Our Mission

**CLAT / AILET / LAW ENTRANCES**
**IAS / IPS / WBCS (EXECUTIVE)**
**JUDICIAL / LAW OFFICER / APP**

CENTRES : DHAKURIA & ULTADANGA | 9831097463 / 8961097463

SANKHANAD, Vol. 10, Issue - 4,
7 April - 2020, Rs. 5.00

RNI No. WBBEN/2011/35894
Postal Registration No. Kol RMS/430/2014-2016

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব, নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো, ব্যাথা মোর উঠবে জ্বলে উর্ধপানে, আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।।

ঠিকানা খুঁজে না পেলে ফেরত পাঠান—
বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, কলকাতা
ত্রিবেণী কমপ্লেক্স
৩৬-এ, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

Printed & Published by Subrata Chatterjee, Editor : Subrata Chatterjee. 36-A, Sahitya Parishad Street. Kol-6. Printed at Calcutta Block & Print, 52/2, Sikdar Bagan St., Kolkata-4.